দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজদর্শনের কয়েকটি মৌলিক প্রত্যয় বা ধারণা

[Some basic concepts of Social Philosophy]

২.১. ভূমিকা
(Introduction)

সমাজবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শনে কয়েকটি শব্দ বহুপ্রচলিত ও বহুব্যবহৃত। যথা— 'সমাজ' (Society), 'সামাজিক গোষ্ঠী' (Social group), 'সম্প্রদায়' (Community), 'সংগঠন' (Association), 'অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান' (Institution), 'লোকাচার' (Folkways), 'লোকনীতি' (Mores) ইত্যাদি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এসব শব্দ ব্যবহার করলেও তাদের নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করি না— বিভিন্ন ব্যক্তি এসব শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার এপ্রকার শিথিল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এজন্য, সমাজদর্শন আলোচনার পূর্বে, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শনে ব্যবহৃত এসব শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ তাদের সুস্পষ্ট অর্থ নির্ধারণ প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত মৌল প্রত্যয়গুলির অর্থ ক্রমপর্যায়ে ব্যাখ্যা করা গেল।

২.২. সমাজ
(Society)

মানুষ সমাজবদ্ধ জীবরূপে পরিচিত। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের বাইরে মানুষের জীবনকে কল্পনা করাই যায় না। মানুষ তার স্বভাবের তাড়নায় সমাজকে নানাভাবে গড়েছে, ভেঙেছে, আবার পুনর্গঠন করেছে এবং মানুষের গড়া সমাজ মানুষের আচার-আচরণকে বহু ও বিচিত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মানুষের গড়া সমাজে মানুষ আবার কতকগুলি অনুসরণীয় রীতিনীতি রচনা করছে যা তাকে একদিকে যেমন কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছে তেমনি আবার অন্যদিকে ঐ স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। মনুষের সমাজ এক অবস্থায় থাকেনি, অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে— সমাজের কখনো উন্নতি ঘটেছে, কখনো অবনতি ঘটেছে, সমাজ কখনো উদার হয়েছে কখনো আবার স্বৈরাচারী হয়েছে। তবে পরিবর্তন যেভাবেই হোক না কেন, মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সমাজের ভূমিকা অত্যাবশ্যকীয়।

কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হলেও 'সমাজ' কী ? 'সমাজ' বলতে কী এবং কাকে বোঝানো হয় ? আমরা মানুষকে প্রত্যক্ষ করি, মানুষের দল বা গোষ্ঠীকেও প্রত্যক্ষ করি, যদিও কোন ব্যক্তিমানুষ বা মানুষের গোষ্ঠী সমাজ নয়। ব্যক্তি-মানুষ এবং গোষ্ঠী-মানুষ 'সমাজে' বাস করে। তাহলে 'সমাজ' কী ? 'সমাজের' সংজ্ঞা কীভাবে দেওয়া যাবে ? আসলে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতো 'সমাজ' কোন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য মূর্ত বিষয় নয়— **সমাজ হল বিমূর্ত সামাজিক সম্বন্ধ।** ম্যাক্‌আইভার ও পেজ

তাই 'সমাজে'র সংজ্ঞায় বলেছেন, **'সমাজ হল সামাজিক সম্বন্ধের জটাজাল** (বা জটিল জাল), যা নিয়ত পরিবর্তনশীল।[১] একইভাবে গিস্‌বার্ট 'সমাজে'র সংজ্ঞায় বলেছেন, 'সাধারণভাবে, সমাজ হল সম্বন্ধের এক জটিল বুনট বা জাল, যে সম্বন্ধের দ্বারা প্রত্যেকে তার সঙ্গীর সঙ্গে আন্তর সম্পর্ক যুক্ত থাকে'।[২]

পরিবারের (family) দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। পরিবার হল সমাজের ক্ষুদ্রতম একক (units)। কিন্তু 'পরিবার' কী ? 'পরিবার' বলতে কাকে বোঝানো হয় ? পিতা, মাতা এবং তাদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে হয় পরিবার। কিন্তু পিতা অথবা মাতা অথবা তাদের সন্তান-সন্ততি 'পরিবার' নয়, কেননা তারা প্রত্যেকে পরিবারের সভ্য, পরিবার নয়। এখানেও 'পরিবার' বলতে কোন মূর্ত ব্যক্তি-বিশেষ বা গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় না, বোঝানো হয় বিমূর্ত পারিবারিক সম্বন্ধকে—পিতা-মাতা-সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধকে, তাদের মধ্যে রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদির সম্বন্ধকে। **সমাজ এই রকমই নানাবিধ সম্বন্ধের এক জটিল জাল-বিশেষ।**

মানুষ তার আত্ম-প্রকাশের জন্য এইপ্রকারে সমাজরূপ সংগঠনকে নানাভাবে গড়েছে ও ভেঙেছে এবং এই সম্বন্ধের জটাজালই বহু ও বিচিত্রভাবে মানুষের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছে। এই সম্বন্ধের জটাজালরূপে সমাজই কতকগুলি কর্মের ক্ষেত্রে মানুষকে যেমন স্বাধীনতা দিয়েছে, তেমনি আবার কতকগুলি কর্মের ক্ষেত্রে তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ম্যাক্‌আইভার ও পেজ তাই বলেন, 'সমাজ হল কতকগুলি রীতি-নীতি, প্রথা ও আচার-বিধির এক সুসংহত তন্ত্র বা ব্যবস্থা যেখানে কর্তৃত্ব আছে আবার সহযোগিতা আছে, গোষ্ঠিবদ্ধতা আছে আবার গোষ্ঠীগত ব্যবধানও আছে, মানুষের আচরণের সীমাবদ্ধতা আছে আবার স্বাধীনতাও আছে'।[৩] সমাজরূপ এই জটিল সম্বন্ধজাল নিত্য পরিবর্তনশীল হলেও সেই পরিবর্তনের মধ্যে এক ঐক্যসূত্র থাকে। মানব-সম্বন্ধের এই জীবন্ত জটাজালই সমাজ।

সামাজিক সম্পর্ক সর্বদাই মানসিক। বিভিন্ন জড়বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক তা সামাজিক নয়, কেননা ঐ সম্পর্ক সম্বন্ধে জড়বস্তুর কোন চেতনা থাকে না। টেবিলের সঙ্গে টাইপ-যন্ত্রের, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, বহ্নির সঙ্গে ধূমের সম্পর্ক থাকলেও তা সামাজিক সম্পর্ক নয়, কেননা কোন ক্ষেত্রেই সম্বন্ধীদের 'সম্পর্ক' সম্বন্ধে চেতনা থাকে না। টেবিল এবং টাইপ-যন্ত্রের মধ্যে কোন একটিরও অন্যটির উপস্থিতি সম্পর্কে কোন বোধ বা চেতনা থাকে না এবং একের উপস্থিতি সম্পর্কে অন্যের চেতনা না থাকলে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

সামাজিক সম্পর্কের দুটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল, 'একের উপস্থিতি সম্পর্কে অন্যের চেতনা' এবং কোন 'সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ধারণা'। দুইজন ব্যক্তি একই সময়ে একই বাগানে ঘুরে বেড়ালে এবং একই বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হলেও তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের সূত্রপাত

---

১. 'It is the web of social relationship. And it is always changing.' Society. Maclver & page. P.5.

২. 'Society, in general, consists in the complicated network of social relationships by which every human being is inter-connected with his fellowmen.' Fundamentals of Sociology. P. Gibert. P. 10.

৩. 'Society is a system of usages and procedure, of authority and mutual aid of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and of liberties.' Society. Maclver & Page. P.5.

হয় না। যখন তাদের একজন অন্যজনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং একজন অন্যজনকে অভিনন্দন জানায়, কেবল তখনই সামাজিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। এজন্যই গিস্‌বার্ট বলেন যে, 'সামাজিক সম্পর্ক বা সমাজ পুরোপুরিভাবে এক মানসিক ব্যাপার'[১]। সামাজিক সম্পর্ক হল, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক চেতনা এবং তাদের মধ্যে, স্পষ্ট অথবা অস্পষ্টভাবে, কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ধারণা। গিডিংস্ (Giddings) একেই বলেছেন 'সমভাব' বা 'সমচেতনা' (consciouseness of kind) এবং কুলে (Coole) বলেছেন 'আমরা-বোধ' বা 'আমরা-চেতনা' (We-feeling)। সমাজের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে গিডিংস্ বলেন, **'সমাজ হল সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তি-সমষ্টি, যারা নিজেদের সমমনোভাবাপন্নরূপে জানে এবং সেজন্য সমবেতভাবে কোন সাধারণ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কাজ করে'।**[২]

সামাজিক সম্পর্ক বহু ও বিচিত্র প্রকারের, এবং সমাজ যত বেশি জটিল হয় তার সম্পর্কের জটিলতা ততো বৃদ্ধি পায়। ভোটপ্রার্থীর সঙ্গে ভোটদাতার, পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের, মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক। সামাজিক সম্পর্ককে আবার বিভিন্ন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন — পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, নৈর্ব্যক্তিক, বন্ধুত্বমূলক, বিদ্বেষমূলক ইত্যাদি। স্বামী-স্ত্রীর, পিতামাতা-সন্তানের, ভাই-বোনের সম্পর্ক পারিবারিক সামাজিক সম্পর্ক; ভোটপ্রার্থী ও ভোটদাতার সম্পর্ক রাজনৈতিক সামাজিক সম্পর্ক; মালিক ও শ্রমিকের, ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্ক; বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্ক; ভক্তের সঙ্গে ভগবানের নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক সম্পর্ক। এসবের প্রতিক্ষেত্রেই 'পারস্পরিক সম্বন্ধ' সম্পর্কে চেতনা এবং ঐক্যবোধ থাকার জন্য সেসব সামাজিক সম্পর্ক।

যেখানেই ঐক্যবোধজনিত গোষ্ঠীজীবন সেখানেই সমাজ। ইতর প্রাণীদের মধ্যেও উঁচু-নীচু বিভিন্ন স্তরের সমাজ আছে। পিপীলিকা, মৌমাছি, ভ্রমর ইত্যাদি কীট-পতঙ্গদের সমাজ আছে; পাখিদের, এমনকি বন্য-হস্তীদেরও সমাজ আছে। এমন বলা হয় যে,[৩] যেখানেই প্রাণের অস্তিত্ব সেখানেই সমাজ, কেননা দুটি প্রাণের মিলন-সম্পর্কের মধ্য দিয়েই তৃতীয় প্রাণের উৎপত্তি হয়। তবে, ইতর প্রাণীদের মধ্যে 'সামাজিক-সম্পর্ক' (পারস্পরিক-চেতনা এবং ঐক্যবোধ) সম্বন্ধে চেতনা নিতান্তই অস্পষ্টভাবে থাকে, তা কেবল আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি ও সন্তান-পালনের সংকীর্ণ প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেবল চেতনাগত মিল ও ঐক্যই থাকে না, অমিল ও অনৈক্যও থাকে। বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা যেমন সামাজিক সম্পর্ক, শত্রুতা ও বিরোধিতাও তেমনি সমাজিক সম্পর্ক। সামাজিক সম্পর্ককে বুঝতে গেলে মিল ও অমিল, সহযোগিতা ও বিরোধিতা, সম্মতি ও অসম্মতি প্রভৃতি বিরোধী মনোভাবের মধ্য দিয়েই বুঝতে হয়। গিস্‌বার্ট বলেন, 'সমাজ যদি কেবল মিল ও ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সামাজিক বন্ধন অতিমাত্রায় শিথিল হয়ে

১. 'Sociability or society is radically a mental phenomenon.' Fundamentals of Sociology'. P. Gisbert. P. 11.

২. "Society is a number of like-minded individuals, who know and enjoy their like-mindedness, and are therefore able to work together for common ends'. The Elements of Sociology. F. H. Giddings. P.6.

৩. Society Maclever & Page. P.6.

পড়ে এবং সেক্ষেত্রে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া বা আদান-প্রদানের কোন অবকাশ থাকে না। সমাজে বিরোধিতারও প্রয়োজন আছে'।[১] বাস্তবিক পক্ষে, অভিন্নতা ও ভিন্নতার, সহযোগিতা ও বিরোধিতার সম্পর্ককে নিয়েই সমাজ। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে, ভাই ও বোনের মধ্যে, ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনি অমিলও আছে। এই অমিল বা পার্থক্য আবার ভিন্ন ধরনের হতে পারে। স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য শরীরগত, মালিক-শ্রমিকের পার্থক্য অর্থনৈতিক, শাসক-শাসিতের পার্থক্য রাজনৈতিক, ইত্যাদি। তেমনি আবার মানুষের সঙ্গে মানুষের শিক্ষা,সংস্কৃতি, শক্তি, বুদ্ধি, দক্ষতা, রুচি ইত্যাদির পার্থক্যও থাকে। সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে এসব ভিন্নতার সম্পর্কও অত্যাবশ্যক। **কেবল অসহযোগিতা ও বিরোধিতা যেমন সমাজজীবনকে দুর্বহ করে, কেবল সহযোগিতা ও সমমর্মিতার সম্পর্কও তেমন সমাজের পরিবর্তন ও অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে।** ম্যাকআইভার ও পেজ তাই বলেন, সব মানুষের মধ্যে যদি সম-আচরণ ও সমতাবুদ্ধি থাকে তাহলে তাদের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদানের, সহযোগিতার সম্পর্ক বলেও কিছু থাকতে পারে না এবং তার ফলে 'সমাজ' বলেও আর কিছু থাকে না। যুদ্ধকালে বিবদমান দুটি দেশের সৈন্যদলের মধ্যে যে সম্পর্ক, ম্যাকআইভার ও পেজ তাকেও 'সামাজিক সম্পর্ক' বলেছেন, কেননা তাদের এক পক্ষ **অন্যপক্ষের উপস্থিতি সম্পর্কে** সর্বদা সচেতন থাকে এবং উভয় পক্ষই বিশেষ এক লক্ষ্যসাধনের জন্য পরস্পরের মুখোমুখি হয়।

তবে, বিরোধিতার **সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক হলেও 'সহযোগিতা ও সমমর্মিতার সম্পর্কই হল মুখ্য সামাজিক সম্পর্ক'**।[২] 'সমাজের প্রাণকেন্দ্র বা ভিত্তিভূমি নিহিত আছে সমতাবুদ্ধি ও ঐক্যবোধে'।[৩] ম্যাকআইভার ও পেজ এজন্য সহযোগিতা ও সমমর্মিতার সম্পর্ককে মুখ্য সামাজিক সম্পর্ক ও বিরোধিতার সম্পর্ককে **গৌণ সামাজিক সম্পর্ক** বলেছেন। **এই দুই প্রকার সম্পর্কের জটাজালই হল সমাজ।**

২.৩. সম্প্রদায় (Community)

সম্প্রদায়ের স্বরূপ (Nature of Community) : 'সমাজ' ও 'সম্প্রদায়' শব্দদুটি আমরা সাধারণত অভিন্নার্থে প্রয়োগ করে থাকি; কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজ-দার্শনিকদের মতে, শব্দদুটির অর্থগত যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সমাজতত্ত্বে ও সমাজদর্শনে 'সমাজ' শব্দটির অর্থ 'সম্প্রদায়' অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক। 'সমাজ' বলতে বোঝায়, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত পারস্পরিক সম্পর্কের সমগ্রবিন্যাস — সম্প্রদায় যার অন্তর্ভুক্ত। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, **যখন কোন জনসমষ্টি তাদের সংঘবদ্ধ জীবনের সার্বিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে (বিশেষ কয়েকটি প্রয়োজনে নয়) একত্রে বসবাস করে, তখন সমাজের সেই অংশকে 'সম্প্রদায়'** (Community) **বলে।** ম্যাকআইভার সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায় বলেছেন, 'ছোট অথবা বড় যে কোন জনসমষ্টির সদস্যরা যখন নির্দিষ্ট একটি

১. 'In a society based exclusively on likeness and uniformity the social ties are bound to be loose leaving hardly any room for reciprocity and correspondence. Society also implies difference.' Fundamentals of sociology. P. Gisbert. P. 11.

২. "The relationship which are central to sociology are those which involve both mutual recognition and the sense of somethings held or shared in common.' Society. MacIver & Page. P.6.

৩. "Likeness, commonness, and co-operation are the foundations of society" Fundamentals of sociology. P-Gisbert. P. 11.

বা কয়েকটি স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত না হয়ে সংঘবদ্ধজীবনের মৌল প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, তখন সেই জনসমষ্টিকে **'সম্প্রদায়'** বলা হয়'।[১] সম্প্রদায়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে ম্যাকআইভার বলেন, **'মানুষের সমগ্র জীবনটাই সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিবাহিত হতে পারে'**[২] **যা অন্য কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্ভব হয় না।** 'সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে'।[৩] কোন ব্যবসায়িক সংগঠন বা ধর্মীয় সংগঠনে মানুষের সমস্ত চাহিদা পরিতৃপ্ত হতে পারে না এবং সে কারণে এজাতীয় সংঘ-সমিতিকে (Associatation) 'সম্প্রদায়' (Community) বলা যায় না।

সংঘ-সমিতির সঙ্গে তুলনা করে সম্প্রদায়ের স্বরূপ সুস্পষ্ট করা যায়। **'সংঘ-সমিতি'** (Association) **বলতে বোঝায় 'এমন জনসমষ্টি যেখানে সদস্যরা একটি বা কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত হয়'।**[৪] যেমন— সৈন্যদল বা বিদ্যালয়। সেনাদলের বিশেষ উদ্দেশ্য দেশরক্ষা, বিদ্যালয়ের বিশেষ উদ্দেশ্য বিদ্যা-বিতরণ। শত্রুকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মানুষ সৈন্যদলে যোগদান করে; জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ বিদ্যালয়ের সদস্য হয়। এসবের কোন ক্ষেত্রেই মানুষের সমুদয় চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে, সম্প্রদায় হচ্ছে 'এক স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী যা সদস্যদের সমগ্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে'।[৫] সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে মানুষ তার সমগ্র প্রয়োজন সাধন করতে পারে, সম্প্রদায়ের বাইরে যাবার কোন দরকার হয় না। গ্রাম-সম্প্রদায় বা নগর-সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকেই মানুষ তার যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের সন্ধান পেতে পারে — গ্রামের বা নগরের বাইরে যাবার প্রয়োজন হয় না।

সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Community)

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সম্প্রদায়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। **প্রথমত,** সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে এক **ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক** থাকে এবং সেই সম্পর্ক সাধারণত প্রত্যক্ষ-পরিচয়-ভিত্তিক। পরিবারের, গ্রামের অধিবাসীদের, জাতি বা উপজাতির সদস্যদের মধ্যে যে নিবিড় সম্বন্ধ-বন্ধন থাকে তা ব্যক্তিগত পরিচয়-ভিত্তিক। **দ্বিতীয়ত,** সম্প্রদায় তার সদস্যদের সমগ্র **মৌল প্রয়োজন** সাধন করে। শিশু তার পরিবারের মধ্যে, মানুষ তার গ্রাম অথবা শহরের মধ্যে, আদিবাসী মানুষ তার জাতি বা উপজাতির মধ্যে থেকে সবরকম প্রয়োজন মেটাতে পারে, সংঘ-সমিতির মধ্যে যা সম্ভব হয় না। **তৃতীয়ত,** সম্প্রদয়ের একটি **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড** থাকে যেখানে সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা একত্রে বসাবাস করে। **চতুর্থত,** একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বসবাস করার জন্য সম্প্রদায়ের সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক **সম্বন্ধ-বন্ধনের** উৎপত্তি হয় যা সম্প্রদায়কে দৃঢ় ও

---

১. 'Whenever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share, not this or that particular interest, but the basic conditions of a common life, we call that group a community'. Society. Maclever & Page. P. 8-9.

২. 'One's life may be lived wholly within it.' Ibid.

৩. 'The basic criterion of community is that all of one's social relationship may be found within it.' Ibid.

৪. 'A group of people united for a specific purpose or a limited number of purposes.' Fundamentals of Sociology.' P-Gisbert. P. 38

৫. 'A community is a permanent social group embracing a totality of ends or purposes'. Ibid.

সুসংহত করে। **পঞ্চমত,** স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা অনুসারে সম্প্রদয়ের ব্যাপকতা কম অথবা বেশি হয়। স্বার্থ ক্ষুদ্র হলে বৃহৎ নগরে বসবাস করলেও ব্যক্তি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, আর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হলে ক্ষুদ্র গ্রামে বসবাস করেও ব্যক্তি বৃহৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সম্প্রদায় (Small and great communities) :

একটি সম্প্রদায় বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে, বৃহৎ সম্প্রদায় বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মধ্যে, আবার বৃহত্তর সম্প্রদায়গুলি সর্ববৃহৎ বিশ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পরিবারকে যদি সম্প্রদায়রূপে (শিশুর কাছে পরিবার হচ্ছে সম্প্রদায়) গণ্য করা হয় তাহলে পরিবার গ্রাম-সম্প্রদায়ে এবং গ্রাম-সম্প্রদায় ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে বিশ্ব-সম্প্রদায়ে পরিণত হতে পারে। মানুষের চাহিদার সংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পায় সম্প্রদায় ততো বেশি সম্প্রসারিত হতে থাকে। তবে, সম্প্রদায়ের **কলেবর বৃদ্ধির ফলে, বৃহৎ সম্প্রদায়গুলি ক্ষুদ্র** সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত **করলেও আত্মসাৎ করে না।** ম্যাকআইভার বলেন, 'সভ্য মানুষরূপে আমাদের জীবনে ক্ষুদ্র বৃহৎ উভয় প্রকার সম্প্রদায়ের প্রয়োজন আছে। বৃহৎ সম্প্রদায়গুলি অধিকতর সুযোগ, জীবনের স্থায়িত্ব, অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিবান করে। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি আমাদের দেয় ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের আনন্দ। বৃহৎ সম্প্রদায় দেয় শান্তি ও নিরাপত্তা, দেশপ্রেম, কখনো বা যুদ্ধ, যন্ত্রযান, রেডিও ইত্যাদি; আর ক্ষুদ্র সম্প্রদায় দেয় **বন্ধু ও বন্ধুত্ব, গল্প-গুজব,** কখনো কখনো মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পারিবারিক ও আঞ্চলিক গর্ববোধ। **কাজেই, জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য উভয়প্রকার সম্প্রদায়ের প্রয়োজন আছে'।**[১]

সম্প্রদায়ের **ভিত্তি** (Basis of Community) :

ম্যাকআইভার সম্প্রদায়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির উল্লেখ করেছেন। যথা — (১) **স্থান বা অঞ্চল** (locality) এবং (২) **সম্প্রদায়গত মনোভাব** (community-sentiment)।

(১) **আঞ্চলিক ভিত্তি :** যে কোন সম্প্রদায় একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং সেই আঞ্চলিক ভিত্তি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি করে। কোন প্রবাসী জনগোষ্ঠী যদি কোনো দেশের বিভিন্ন স্থানে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে তাহলে তারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও, আঞ্চলিক ভিত্তির অভাবের জন্য, তাদের 'সম্প্রদায়' বলা যাবে না। আঞ্চলিক ভিত্তি সম্প্রদায়ের এক অপরিহার্য উপাদান। 'এমনকি ইতঃস্তত ভ্রাম্যমাণ যাযাবর সম্প্রদায়ের, বেদুইন বা জিপ্‌সি সম্প্রদায়ের সদস্যরাও একই অঞ্চলে বসবাস করে — প্রতি সময়ে তারা দলবদ্ধভাবে বিশ্বের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে'।[২]

---

১. 'As civilised beings, we need the smaller as well as the lager circles of community. The great community brings us opportunity, stability, economy, the constant stimulus of a richer, more varied culture. But living in the smaller community we find the nearer, more intimate satisfaction. The larger communuity provides peace and protection, patriotism and sometimes war, automobiles and the radio. The smaller provides friends and friendship, gossip and face-to-face rivalry, local pride and abode. Both are essential to the full life process'. MacIver & Page. P. 11.

২. 'Even a nomad community, a band of gypsies, for example, has a local, though changing, habitation. At every moment its members occupy together a definite place on earth's surface.' Ibid. P. 9.

বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে, এক দেশের মানুষের সঙ্গে অন্য দেশের মানুষের সহজ যোগাযোগের ফলে, আঞ্চলিক ভিত্তির গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পেয়েছে। তবে, একথা বলা চলে যে, যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আঞ্চলিক ভিত্তিটি বিনষ্ট হয়নি, আসলে সম্প্রদায়ের কলেবর সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে— গ্রাম সম্প্রদায়ের সঙ্গে শহর-সম্প্রদায়ের যোগাযোগের ফলে গ্রাম-সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। **সম্প্রদায়ের সংহতি রক্ষার জন্য আঞ্চলিক ভিত্তির গুরুত্বকে কখনই অস্বীকার করা যায় না।** আঞ্চলিক ভিত্তি যত বেশি সুনির্দিষ্ট হয় সম্প্রদায়ের সংহতি ততো বেশি বৃদ্ধি পায়। বিষয়টি বোঝানোর জন্য ম্যাকআইভার এস্কিমো (Eskimo) সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। অঞ্চলের বিশেষ প্রকার ভৌগোলিক অবস্থার জন্য এস্কিমোরা বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধরক্ষা করতে পারে না এবং মূলত সেকারণেই ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংহতি সুদৃঢ় হতে পেরেছে।

(২) **মনোভাবগত ভিত্তি** (Community-sentiment) : স্থান বা অঞ্চল সম্প্রদায়ের অন্যতম ভিত্তি হলেও 'সম্প্রদায়গত জীবনের' জন্য অতিরিক্ত আরও কিছুর প্রয়োজন হয় এবং তা হল 'সম্প্রদায়গত মনোভাব'। 'সম্প্রদায়গত জীবন' বলতে বোঝায় একই অঞ্চলে একই রকমের জীবন-ধারা। এপ্রকার জীবন-ধারা সম্পর্কে **বোধ বা চেতনাই** হচ্ছে 'সম্প্রদায়গত মনোভাব', যা না থাকলে সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে না'।[১] একস্থানে অনেকে বসবাস করলেও, সম্প্রদায়গত মনোভাব না থাকলে, সম্প্রদায় গড়ে ওঠে না। কোন নির্বাচন এলাকায় নির্বাচন প্রার্থী ও ভোটদাতারা একই অঞ্চলে বসবাস করলেও ঐ নির্বাচন এলাকাকে সম্প্রদায় বলা যাবে না। কাজেই আঞ্চলিক ভিত্তি সম্প্রদায়ের অপরিহার্য উপাদান হলেও একমাত্র উপাদান নয় — একই সঙ্গে এবং একই প্রকারে বসবাস সম্পর্কে **সচেতনতার** অর্থাৎ সম্প্রদায়গত মনোভাবেরও প্রয়োজন হয়।

সম্প্রদায়গত মনোভাবের আবার তিনটি উপাদান আছে। যথা — (১) **'আমরা'-মনোভাব** (we-feeling), (২) **নিজ ভূমিকা সম্পর্কে মনোভাব** (role feeling) এবং (৩) **নির্ভরতা-মনোভাব** (dependency feeling)। **প্রথমত,** একই অঞ্চলে বসবাসের ফলে সদস্যদের মধ্যে 'আমরা' বোধ — 'সকলেই আমরা আপনজন'— এমন বোধ জাগ্রত হয়। **দ্বিতীয়ত,** সম্প্রদায়ের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে এবং প্রত্যেককেই তা পালন করতে হয়। পিতা-মাতা, ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক, মজুর, কামার, ছুতোর প্রভৃতি সকল প্রকার মানুষেরই ভূমিকা নির্দিষ্ট থাকে এবং নিজ নিজ ভূমিকা বা দায়দায়িত্ব সম্পর্কে **বোধ** না থাকলে সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে না। **তৃতীয়ত,** সম্প্রদায়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর নির্ভর করে। কোন সদস্যই সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর নয়, নিজ অস্তিত্বের জন্য তাকে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। এপ্রকার নির্ভরতাবোধ যত তীব্র হয় সম্প্রদায়ের সংহতি ততো দৃঢ় হয়। গ্রাম-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় যে সেখানে ডাক্তার, শিক্ষক, মজুর, চাষী, কামার, কুমোর, জেলে, নাপিত প্রভৃতি প্রত্যেকে প্রত্যেকের ওপর কোন না কোনভাবে নির্ভরশীল।

বর্তমানে সম্প্রদায়গত জীবনের পরিবর্তন (Changes in community life in modern age) : আদিবাসী জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে দেখা যায় যে, তাদের সম্প্রদায় স্বয়ম্ভর।

১. 'A community is an area of common living. There must be the common living with its **awareness** of sharing a common life as well as the common earth.' Ibid. P.10.

এপ্রকার অনেক উপজাতি-সম্প্রদায়ের মাত্র একশত সদস্য থাকে এবং তারাই তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ ও উৎপাদন করে, অন্য কোন সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভর করে না। আদিবাসীদের জাতি বা উপজাতির সদস্যদের অভাব ও চাহিদা সীমিত হওয়ায় তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষে স্বয়ম্ভর হওয়া সম্ভব। কিন্তু আধুনিকযুগে সভ্য মানুষের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে এখন আর সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া, আধুনিক শিল্পায়নের যুগে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি নানা কারণে, কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই স্বয়ম্ভর থাকা সম্ভব নয়। বর্তমানে, মানুষের অনেক চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য তাকে সংঘ-সমিতির সদস্য হতে হয়। যেমন, পরিবারকে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা হলেও, বর্তমান সমাজে কোন পরিবারই স্বয়ম্ভর নয়, নানা প্রয়োজনে পরিবারকে বিভিন্ন সংঘ-সমিতির সাহায্য নিতে হয়। যেমন — শিশুর শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের, ছেলে-মেয়েদের সংগীত শিক্ষার জন্য সংগীত প্রতিষ্ঠানের, পীড়িতের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের, ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে, সম্প্রদায় ও সংঘ-সমিতির (Association) মধ্যে এখন আর পূর্বের পার্থক্য নেই; অথবা বলা যায় যে, সংঘ-সমিতির সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি ক্রমশঃই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। শিশুর কাছে তার পরিবার সম্প্রদায়রূপে গণ্য হলেও বয়স্কদের কাছে তার গ্রাম বা শহর হচ্ছে সম্প্রদায়। কাজেই, **'বর্তমানকালে কোন জনগোষ্ঠী সম্প্রদায় অথবা সংঘ-সমিতি তা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নয়'**।[১]

গ্রাম, ছোট শহর, আদিবাসীদের **জাতি বা উপজাতিকে নিঃসঙ্কোচে সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা যায়,** কেননা এসবের প্রতি ক্ষেত্রে মানুষ তার জীবনের সমগ্র প্রয়োজন সাধন করতে পারে। তবে, এমন কতকগুলি জনগোষ্ঠী আছে যাদের নির্দ্বিধায় 'সম্প্রদায়' বলা যায় না। ম্যাকআইভার এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন যারা **সম্প্রদায় ও সংঘ-সমিতির সীমারেখায় অবস্থিত।** অর্থাৎ যারা সম্প্রদায় অথবা সংঘ-সমিতির কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত তা নির্ধারণ করা সহজসাধ্য হয় না। যেমন —

(১) একটি সন্ন্যাসী অথবা সন্ন্যাসিনীর মঠ, অথবা জেলখানা কি সম্প্রদায় অথবা সংঘ-সমিতি? অনেকের মতে, মঠ অথবা জেলখানা সম্প্রদায় কেননা সম্প্রদায়ের দুটি ভিত্তি এখানে উপস্থিত থাকে — আঞ্চলিকতা এবং সম্প্রদায়গত মনোভাব। মঠ অথবা জেলখানার সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একইভাবে জীবনযাপন করে এবং ঐপ্রকারে জীবন-নির্বাহ থেকে তাদের মধ্যে 'আমরা সকলে' মনোভাব অর্থাৎ সম্প্রদায়গত মনোভাব জাগ্রত হয়। কাজেই মঠ বা জেলখানা হচ্ছে সম্প্রদায়।

কিন্তু অনেকের মতে মঠ অথবা জেলখানা সম্প্রদায় নয়, কেননা ঐসব ক্ষেত্রে সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একই প্রকারে জীবনযাপন করলেও তার মূলে হচ্ছে কোন কেন্দ্রীয় নির্দেশ। কেন্দ্রীয় নির্দেশে ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছামতন জীবনযাপন করতে পারে না, কেন্দ্রীয় নির্দেশে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তার জীবন অতিবাহিত হয়। কাজেই মঠ বা জেলখানা সম্প্রদায় নয়।

---

১. 'Now a days the task of deciding whether a group is community or an association is not easy.'. Fundamentals of sociology. Gisbert. P. 39.

ম্যাকআইভার ও পেজ প্রথম মতটি অনুসরণ করে মঠ অথবা জেলখানাকে 'সম্প্রদায়' বলেছেন। এঁদের অভিমত হল, মঠ অথবা জেলখানার সদস্যরা যখন মঠে অথবা জেলখানায় তাদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করতে পারে তখন তাদের সম্প্রদায়রূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

(২) সমাজের একটি বর্ণ বা জাতি (social caste), যার অন্তর্গত সদস্যদের সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থিত ভিন্ন বর্ণের বা জাতির কোন নিবিড় সামাজিক সম্বন্ধ থাকে না, তাকে অর্থাৎ সেই বর্ণ বা জাতিকে কি সম্প্রদায়রূপে গণ্য করা যায়? বর্ণ বা জাতি (যেমন — ভারতের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়) কোন এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থান করে না, বিভিন্ন অঞ্চলে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করে, যদিও তাদের মধ্যে 'আমরা' বোধটি উপস্থিত যাকে। যেমন, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-বর্ণ নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে অবস্থান করে না, বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। আঞ্চলিক ভিত্তি না থাকার জন্য ম্যাকআইভার এ প্রকার বর্ণ বা জাতিকে 'সম্প্রদায়' বলার পক্ষপাতি নন।